১৬-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বাবার সমান সাহসী হও, নিজের অবস্থার সাক্ষী থেকে সদা হর্ষিত থেকো, স্মরণে থাকলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :- খুশীতে থাকা বাচ্চারা সর্বদা ফ্রেশ আর হর্ষিত থাকার জন্য কোন্ বিধিকে আপন করে নেয় ?

উত্তর :- দিনে দু'বার জ্ঞান স্নান করার । মানুষ সাধারণত ফ্রেশ থাকার জন্য দু' বার স্নান করে । বাচ্চারা, তোমাদেরও জ্ঞান স্নান দু'বার করা উচিত । এতে অনেক লাভ --- ১) সদা হর্ষিত থাকবে । ২) খুশীর এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হবে । ৩) যে কোনো প্রকারের সংশয় দূর হয়ে যাবে । ৪) মায়াবী লোকের সঙ্গ থেকে রক্ষা পাবে । ৫) বাবা এবং টিচার খুশী হবে । ৬) তোমরা ফুলে পরিণত হবে এবং অপার খুশীতে থাকবে ।

গীত :-- জাগো সজনীরা জাগো .....

ওম্ শান্তি । শিববাবা, ব্রহ্মা মুখের দ্বারা বাচ্চাদের বসে বোঝান । এ হলো গো মুখ । ষাঁড়ের মুখ হলো নন্দীগণ । তোমরা গানও শুনেছো । সাজন বা প্রিয়তম তাঁর সজনীদের বলে, এখন সজনী তো কেবলমাত্র মেয়েরা নয়, এই পুরুষরাও সজনী । যারা ভক্তি করে, ভগবানকে স্মরণ করে, তারাই সজনী । সাজন তো একজন । সাধুরাও সাধনা করে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য । তাহলে তারাও ভগবানের সজনীই হলো । সেই এক ভগবান কে ? সেই এক তো গড ফাদারকেই বলা হবে । যেমন বর রাজাকে আসতে হয় তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য । এরা সমস্তই হলো স্ত্রী । তারা সাজনকে স্মরণ করে, তাই তাঁকে অবশ্যই আসতে হয় । কেবলমাত্র একজনের জন্য নয়, সকলের জন্যই আসতে হয় আর এখন সব সজনীরাই দুঃখী । কোনো না কোনো রোগ, অসুখ ইত্যাদি অবশ্যই হবে । তাহলে এ তো নরক হয়ে গেলো । স্বর্গে থাকে সুখ আর নরকে থাকে দুঃখ । এই সময় আমরা সবাই নরকবাসী সজনী অর্থাৎ সকলেই মায়া রাবণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ । বেহদের বাবা তো বেহদের কথাই বোঝাবেন । সমস্ত দুনিয়া এখন কারাগারে, একেই দুঃখধাম বলা হয় । ধাম অর্থাৎ থাকার জায়গা । কলিযুগে থাকে দুঃখ । সত্যযুগে থাকে সুখ । দৈবী সম্প্রদায় আর আসুরী সম্প্রদায় -- এ হলো গীতার ভগবান শিবের মহাবাক্য । তিনি স্বয়ং বলেন --- সজনীরা, এখন তো নবযুগ এলো । এই তো পুরানো দুনিয়া । সাজন বলে, এখন তোমরা জাগো । এখন নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ আসবে । এই গীতার মাধ্যমেই স্বর্গ স্থাপন করা হয়েছিলো । গীতা হলো ভারতের দেবী - দেবতা ধর্মের শাস্ত্র, যেই দেবতা ধর্ম এখন প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে । প্রায়, অর্থাৎ আটায় নুনের তুল্য রয়েছে । চিত্র তো আছে,কিন্তু নিজেদের কেউই আর দেবতা মানে না । এই কথা তারা ভুলে গেছে যে সত্যযুগে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, যাকে স্বর্গ বলা হয় । যখন আবার লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য হবে তখন তারা এমন বলবে না যে এখন হলো স্বর্গ । তাহলে তো এও বুঝতে পারবে যে নরকও হতে হবে । এই সমস্ত রহস্য আমরা এখন জানি । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিলো, এখন হলো নরক । দেবী - দেবতা ধর্মের পা এখন ভেঙ্গে গেছে । এই কথা, আর যারা গীতা শোনায়, তারা বলতে পারবে না । গীতা হলো সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি । গীতার ভগবানই গীতার দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানান । এরপর অর্ধেক কল্প সেখানে গীতার দরকার হবে না । সেখানে তো প্রালব্ধ ভোগ করবে । বাবা নিজেই বলেন, এই

জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে । এখনো তো লুপ্ত আছে । আমি রোজই নতুন নতুন কথা শোনাই । ওরা তো ১৮ অধ্যায় শুনে এসেছে । তাকে কে নতুন বলবে ? সম্পূর্ণ ১৮ অধ্যায় লিখে দিয়েছে । এখানে তো আমরা পড়তেই থাকি । যোগও লাগাতে থাকি । এতেও সময় লেগে যায় ।

জ্ঞান আর যোগ, এই দুই হলো ভাই - বোন । বাবা বলেন যে, ধ্যানের থেকে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ কেননা, এর দ্বারাই তোমরা জীবনমুক্তি পাবে । এমন কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের সাক্ষাৎকার হলেই তারপর আমরা পুরুষার্থ করবো । সামনে তোমরা কৃষ্ণের চিত্র দেখছো, এমনই প্রিন্স - প্রিন্সেস হবে, না হলে যা চাও তাই হও । তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হও, এ কথা তো মানতে হবে, তাই না । এখন নবযুগ আসছে । যেখানে জয় থাকবে, সেখানেই তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেস হয়ে জন্ম নেবে । রত্নজড়িত মুরলীও থাকবে - এ হলো নিদর্শন । কৃষ্ণের হাতেও মুরলী দেখানো হয় কেননা তিনি তো শাহাজাদা । বাকি সেখানে জ্ঞানের কোনো কথা থাকবে না । জ্ঞানের সাগর তো একমাত্র শিব বাবা । সেই বাবা বলেন, বাচ্চারা বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে । এরপরে মন্ত্র দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না । অন্ত মতি, তেমন গতি -- এই গায়ন তো আছে, তাই না । অন্তিম সময়ে আমার স্মরণ রাখলে গতি হয়ে যাবে । তোমরা আজ - কাল করে করে আসছো । দু চারটে উদাহরণ দেখাবো যে কিভাবে আচমকা মানুষের মৃত্যু হয় । সেই সময় মন্ত্র তো স্মরণ করতে পারবে না । মনে করো, আচমকা ছাদ ভেঙ্গে পড়লো, সেই সময় কি স্মরণ করতে পারবে ? ভূমিকম্প হলে তো হায় হায় করতে থাকবে । দীর্ঘদিনের অভ্যাস থাকলে সেই সময় অবস্থার পরিবর্তন হবে না । সাক্ষী হয়ে, হাসিমুখে বসে থাকবে । মানুষ তো অল্প আওয়াজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে । তোমরা কোথাও পালিয়ে যাবে না । ভয়ের কোনো কথাই নেই । বাবা যেমন নির্ভয়, বাচ্চাদেরও তেমন নির্ভয় হতে হবে ।
বাবা বলছেন, বাচ্চারা, এখন নবযুগ আসছে । এখন নিজেদের ইনসিওর করো । সমস্ত ভারতকে তোমরা ইনসিওর করো । বাবার থেকে শক্তি নিয়ে তোমরা ভারতকে ইনসিওর করছো । এই ভারত হীরে তুল্য হয়ে যাবে । এরপর এতেইও যে যেমন নিজের জীবনকে ইনসিওর করবে । তন, মন, ধন সবই ইনসিওর হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, এই জ্ঞান প্রত্যক্ষ ফল দেয় । যেমন সুদামার উদাহরণ, দ্রুত মহল তৈরী হয়ে গিয়েছিলো, দেখো । তাহলে তো এ প্রত্যক্ষ ফলই হলো । তোমরা প্রিন্স - প্রিন্সেসেরও সাক্ষাৎকার করো । এই প্রিন্স প্রিন্সেস তো সত্যযুগেও আছে আবার ত্রেতাতেও আছে । এ কথা থোড়াই বুঝতে পারবে যে, আমরা কোথাকার প্রিন্স হবো । সবাই তো আর সূর্যবংশী হতে পারবে না । এ সবই হলো সাক্ষাৎকার । বাকি আত্মা শরীর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায় না । এই সাক্ষাৎকারও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । আত্মাকে ডাকলে আত্মা থোড়াই শরীর থেকে বের হয়ে যায় । তখন তো সেই শরীর আর থাকবে না । এ সবই হলো সাক্ষাৎকার । বাবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সাক্ষাৎকার করান । এ সমস্তই লিপিবদ্ধ আছে, তাই তো আত্মাকে আসতে হয়, এই ড্রামার রহস্য বুঝতে হবে । এ তো নতুন কথা, তাই না । তাই ক্লাসেও রোজ আসতে হবে । তোমরা জানো যে অনেক মানুষই দুবার স্নান করে ফ্রেশ থাকার জন্য । এই জ্ঞান স্নানও দুবার করলে ফ্রেশ হয়ে যাবে । দুবার জ্ঞান স্নান করলে অনেক লাভ । না হলে তোমরা ফোকটে এই রাজধানী হারিয়ে ফেলবে । বাবা রেজিস্টার দেখেও পরীক্ষা করেন । সম্পূর্ণ ভাগ্যবান কে ? আরে, বেহদের বাবার থেকে অথৈ ধন নিতে যাচ্ছে, স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছে তো প্রয়োজনে অনেক কষ্ট সহ্য করেও তো যেতে হবে । যদি এমন নিশ্চয়তা না থাকে, তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে না । দুবার জ্ঞান স্নান করলে তোমরা অনেক খুশী থাকবে । বাবা বলেন, আমি গাইড হয়ে বাচ্চারা, তোমাদের নিতে এসেছি । কতো ঘোরাই তোমাদের । ওরা তো এরোপ্লেনে ওপরে যায় । ওদের কতো মহিমা হয় । বাস্তবে মহিমা তো তোমাদের হওয়া উচিত ।

তোমরা বৈকুন্ঠে গিয়ে ঘুরে আসো । এ হলো খুবই আশ্চর্যের জিনিস । বাবা বলেন, আমি সবথেকে দূরদেশী, যে পরদেশে এসেছি । তাই এতে তো সর্বব্যাপীর কোনো কথাই নেই । তোমরা হলে পয়গম্বর, তোমরা তো খবর দাও । আমি তোমাদের পাঠাই । এও নাটকে লিপিবদ্ধ আছে । ড্রামা অনুসারে প্রত্যেককেই তাদের নিজেদের অভিনয় করতে আসতে হয় । এখন আমিও এসেছি, আমি এসে তোমাদের পড়াই । এ হলো গীতা পাঠশালা । দুনিয়ার সৎসঙ্গে তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে যাও । এক কান দিয়ে শুনেছো, অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছো । এম অবজেক্ট কিছুই নেই । এখন তো তোমাদের ভিতরে খুশীর চাবি বেজে চলেছে । স্টুডেন্ট লাইফে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে, তারা তো খুশীতে থাকে । বাচ্চাদের সম্বন্ধেও খুশী থাকে । টিচারেরও খুশী হয় । ইনিও মা - বাবা এবং টিচার, তাই খুশী তো হয়ই । বাচ্চাদের দায়িত্ব পড়া । এখন বাবা যখন সামনে এসেছেন তখন সেই এক বাবার থেকে তোমরা শোনো । তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে অনেক বিভ্রান্ত হয়েছো । এখন বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করো, কিন্তু তাও তখনই সম্ভব যখন তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে ।

মানুষ বলে যে কলিযুগের এতো বছর বাকি আছে । তোমরা যখন তাদের বলবে তখন তারা বলবে, এ সবই তোমাদের কল্পনা । এ হলো জাদু । অবলারা ওখানেই বসে যাবে । বাবা নিজের দিকে আকর্ষণ করেন, মায়াবী পুরুষ আবার নিজের দিকে টানতে থাকে । মাঝখানে ঝুলতে থাকে । বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, যতক্ষণ না দুবার জ্ঞান স্নান করছো ততক্ষণ কিছুই লাভ হবে না । আরে, কোনো সময় মুরলীতে এমন কোনো পয়েন্ট বেরিয়ে আসবে যে তোমাদের সংশয় দূর হয়ে যাবে, আর কোনো সৎসঙ্গে যাবার জন্য কেউ বারণ করে না । এখানের জন্য বারণ করে কারণ এখানে পবিত্র থাকারই মুখ্য বিষয় । স্ত্রী - পতি উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । এখানে তো স্ত্রী তার পতির সঙ্গে সতী হয় কেননা পতি লোকে যাবে বলে । পতি যদি নরকে যায় তাহলে স্ত্রীও সেই নরকেই যায় । এখন তোমরা উভয়েই স্বর্গে যাবার জন্য পুরুষার্থ করো । অবলাদের উপরে তো কতো অত্যাচার হয় । বাচ্চারা বলবে, আমরা বিয়ে করবো না আর ওরা বলবে, বিয়ে অবশ্যই করতে হবে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা এই অন্তিম জন্মে বিয়ে করলে মোহের জাল আরো বৃদ্ধি পাবে । পতির প্রতি মোহ, তারপর বাচ্চাদের প্রতি মোহ । বাবার ঘর, শ্বশুর ঘরের মোহ ----- আজ বাচ্চা জন্মালে পার্টি দেবে, কাল আবার বাচ্চা মারা গেলে হায় - হায় করে দোষারোপ দেবে । সত্যযুগে তো তোমরা খুবই সুখী থাকবে ।

বাবা বোঝান যে --- বাচ্চারা, প্রতি ঘরকে স্বর্গ বানাও । ছবি রেখে দাও । যেই আসুক না কেন, বলো, তোমরা কি স্বর্গের মালিক হবে ? এসো, আমরা বোঝাচ্ছি । বাবা খুব সুন্দর স্লোগান বানান । দুবার জ্ঞান স্নান করলে তোমরা খুব সুন্দর ফুলে পরিণত হবে । তোমাদের খুশী অপার থাকবে । বলা হয় ঈশ্বরের মহিমা অপরমঅপার । তাই তোমাদের খুশীর মহিমাও অপরমঅপার হয়ে যাবে । গীতার মহিমাও অপরমঅপার । তোমরা বলবে গীতার থেকে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি ।
এক পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই বলবে না যে -- জাগো সজনীরা জাগো, এখন সত্যযুগ আসছে । আমি শ্যামা তোমাদের জ্যোতি জ্বালাতে এসেছি । এই দাদাও এখন পুরুষার্থী । বাবা তোমাদের নতুন যুগের জন্য নতুন কাহিনী শোনাচ্ছেন । গান কতো সুন্দর । এই পথই হলো নতুন । ওরা বলে, শাস্ত্রেই ভগবানের পথ পাওয়া যাবে, তারপর আবার বলে দেয় সবই ঈশ্বর, তাঁরই সব মহিমা । আমরা তো এই দুনিয়াতে আনন্দ করতে এসেছি, যা কিছুই খাও - দাও আর মজা করো, আত্মার উপর কখনোই প্রলেপ লাগে না । নিজের মন্দ তৃষ্ণা পূরণ করার জন্য আত্মাকে নির্লেপ বলে দেয় । এমন মানুষের

সঙ্গে কখনোই ফেঁসে যেও না । তোমরা হলে হংস । বাবা বলেন, তোমাদের সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । বিকারে যাওয়া তো ক্রিমিনাল অ্যাসাল্ট । যদি এখন আমার কথা না শোনো, এখন যদি স্বচ্ছ না হও তাহলে ধর্মরাজের কাছে অনেক সাজা খেতে হবে । তোমরা মনে রেখো, ভগবান তোমাদের নতুন সংসার দেখিয়েছেন, তোমরা নতুন সংসারের মালিক হতে এসেছো তাহলে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো – আমি কি বাবার সত্ সন্তান না কি আসল সন্তান ? শিববাবা হলেন দাদা, আর ব্রাহ্মা হলেন বাবা আর আমরা হলাম পৌত্র এবং পৌত্রী । এ হলো ঈশ্বরীয় কুটুম্ব । দাদাকে স্মরণ না করে বার্সা কিভাবে নেবে ? এই কারণে দাদাকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে । বাবা ছাড়া দাদা কিভাবে হবেন ? দাদা আছেন, তোমরা পৌত্ররা আছো । মাঝে বাবা অবশ্যই আছেন । পৌত্রদের দাদার ওপর অধিকার আছে তাই বলা হয় তোমরা দাদার থেকে সম্পত্তি নিয়ে নাও । এ তো খুশীর কথা, তাই না ।

আমরা শিব ভগবানের গীতার দ্বারা ভারতের ভাগ্য হীরেতুল্য করে তুলছি । এক গীতাই হীরেতুল্য করে দেয় । বাকি সব কড়িতুল্য বানায় । ভারতের ভাগ্যে একদম বাঁধন লেগে গেছে । এখন বাবা আবার ভারতের ভাগ্য জাগিয়ে তুলছেন । মানুষ গীতার ছোটো লকেট বানিয়েও গলায় পড়ে । কিন্তু তার মহত্ব কেউই জানে না । এখানকার নিয়ম খুব কড়া । অবশ্যই পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে । ঠগীরা কখনোই মাম্মা – বাবা বলবে না । স্বচ্ছ হলেই নেশা চড়বে তোমাদের । হাফ কাস্টদের কখনোই নেশা চড়বে না । ভগবান ভারতের জন্য প্রায় পাগল যে তিনি ভারতকে হীরে তুল্য বানাবেন, তাহলে তিনি তো ভারতের প্রেমিকই হলেন । তিনি ভারতকে আবার উচ্চ বানান । প্রেমিক তার প্রেমিকার পিছনে তো পাগলই হয় । তাই ভারতবাসীদের পিছনে তিনি কতো পাগল । কতো দূর থেকে তিনি আসেন আর তিনি কতো বড় নিরহংকারী । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বেহদের বাবার থেকে অথৈ জ্ঞান – ধন নেওয়ার জন্য দু' বার জ্ঞান স্নান করতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়াতে রেগুলার হতে হবে ।

২) সম্পূর্ণ সত্য, পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে । বাবার সাহায্যকারীও হতে হবে । মন্দ তৃষ্ণা যাদের আছে, কখনোই তাদের সঙ্গ করবে না ।

বরদান :- নিজের হর্ষিত চেহারার দ্বারা প্রভুর পছন্দে থেকে খুশীর সম্পদে সম্পন্ন হও

ব্রাহ্মণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাপদাদা সবাইকে খুশীর বৃহৎ সম্পদের দান করেছেন, এ হলো ব্রাহ্মণ জন্মের উপহার । বাপদাদা সমস্ত বাচ্চাদের সদা খুশীর চেহারা দেখতে চান । সদা হর্ষিত, আনন্দিত চেহারাই হলো প্রভু পছন্দ আর এমন চেহারা সকলেরই পছন্দের হয় । সদা খুশী থাকার জন্য এই গান গাইতে থাকো --- "যা পাওয়ার ছিলো তা পেয়ে গেছি ।" আর কিই বা বাকি আছে । নেশার সঙ্গে বলো -- আমরা যদি খুশী না থাকি, তাহলে কে থাকবে ?

স্লোগান :-- নিরাকারী, নিরহংকারী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, বিশ্বকে যে আলোকিত করে, সে-ই হল চৈতন্য দীপক ।